দৈনিক ইনকিলাব

NOV. 15 2002

হলের একটি সীট দখলের ঘটনায় উত্তেজনাকর ক্যাম্পাস

রাজশাহী ভার্সিটিতে ছাত্রদলের দু'গ্রুপে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঃ বোমাবাজি ঃ ১০ জন আহত

রাবি রিপোর্টার ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলের একটি সীট দখলকে কেন্দ্র করে হলের জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দুই গ্রুপের বোমাবাজি ও সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ইমাম হোসেন ও মনোয়ার হোসেন নামে দু'জনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ইমামের অবস্থা গুরুতর।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, উক্ত হলের ১৫৪ নং কক্ষের একটি সীট উজ্জল গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ওই সীটে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নবনির্বাচিত সভাপতি শিমুলের গ্রুপের সদস্য ইমাম অন্য একজনকে তুলে দিয়ে যায়। উজ্জল গ্রুপের মানিক এতে বাধা দেয়। এ সময় কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ইমাম মানিককে স্যান্ডেল দিয়ে প্রহার করে। ঘটনার কিছুক্ষণ পর শিমুল বিষয়টি মীমাংসা করে দেয়।

রাত সাড়ে ৭টার দিকে মানিক তার দলবল নিয়ে রড, হকিস্টিক, চাপাতিসহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইমামের ১৭৯ নম্বর কক্ষে হামলা চালায়। এ সময় ইমাম রাতের খাবার খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তারা ইমামকে উপর্যুপরি মারধোর করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে যায়। সন্ত্রাসীরা এরপর ১৫৬ নং কক্ষে হানা দিয়ে মনোয়ারকে আহত করে। ইত্যবসরে সহযোগীরা ইমামকে হাসপাতালে নিচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে সন্ত্রাসীরা আবার ইমামের উপর হামলা চালিয়ে তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। পরে সন্ত্রাসীরা বোমাবাজি করতে করতে হল থেকে বেরিয়ে যায়। এ সময় এশার নামাজের জন্য প্রস্তুতিরত ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক আতংক দেখা দেয়। এদিকে শিমুল গ্রুপের সদস্যরা তাদের নেতা আহত হবার প্রতিবাদে শেরে বাংলা হলে ভাংচুর করে। সেখানে উজ্জল গ্রুপের কয়েকজন নেতা প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রদর্শন করে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে অস্ত্রধারীরা পালিয়ে যায়। কে বা কারা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ব্যাংকের সামনে ভর্তি ইচ্ছুকদের সহযোগিতায় নির্মিত ছাত্রদলের ব্যানার ও পোস্টার বোর্ড পুড়িয়ে দেয়।

সূত্র জানায়, বিগত কাউন্সিলে উজ্জল গ্রুপ হেরে যাওয়ায় সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। তারা চলমান সেনা অভিযান থাকায় ব্যাপক সন্ত্রাসে লিপ্ত হতে পারছে না। অপারেশন ক্লিন হার্ট শেষ হবার পরই তারা শিমুল গ্রুপের উপর ব্যাপকভাবে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটাতে তারা মেহেরচণ্ডী ও কাজলায় সমবেত হচ্ছে বলে সূত্র জানায়। ভয়াবহ সংঘর্ষের আশংকায় আসন্ন ভর্তি পরীক্ষা হুমকির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।